যুগান্তর

তারিখ ... 20 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

আগৈলঝাড়ায় স্কুলের জমি নিজের নামে রেকর্ড করালেন শিক্ষক

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় একটি বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতিসহ বিদ্যালয়ের ২ একর ৯ শতক জমি আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের বড় বাশাইল নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি আত্মসাতের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এলাকাবাসী। লিখিত অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বড় বাশাইল গ্রামের রজনী কান্ত ঘটকের ছেলে ধীরেন্দ্র নাথ ঘটক ও তার সহোদর বেণী মাধব ঘটক ১৯৮৫ সালের ১৮ মে আগৈলঝাড়া সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে এক একর সম্পত্তি স্কুলের নামে লিখে দেন। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে স্থানীয়দের সহায়তায় গড়ে ওঠে বাশাইল নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৯৮ সালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্দ্র নাথ ঘটকের ছেলে ও রাজিহার ইউনিয়ন বিএনপি নেতা দিলীপ কুমার ঘটক। নিজে যোগদান করার পর সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেন তার স্ত্রী মালা রাণীকে। ২০১০ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়। স্কুলের জমি আত্মসাতের সুদূর প্রসারী চিন্তা করে দীর্ঘদিনেও দিলীপ ঘটক ওই জমি প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড করাননি। প্রধান শিক্ষক দিলীপের কাকাতো ভাই শ্যামল ঘটকসহ ওই গ্রামের বিবেক গাইন, ধীরেন জয়ধর, বিবেকানন্দ বাড়ৈ লিখিত অভিযোগে জানান, প্রধান শিক্ষক হয়েই দিলীপ ঘটক বিদ্যালয়ের জায়গায় পাঠদানের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ না করে কৌশলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গায় অবকাঠামো নির্মাণ করেন। এ সময় স্কুলের অবকাঠামো নির্মাণের নামে স্কুলের বিভিন্ন প্রজাতির ৫ লাখ টাকার গাছ বিক্রি করে আত্মসাত করেন তিনি। এছাড়াও প্রতি বছর ৫০ হাজার টাকা হিসেবে স্কুলের পুকুর লিজের মাধ্যমে গত ৩০ বছর ধরে ১৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন প্রধান শিক্ষক দিলীপ। এছাড়াও প্রধান শিক্ষক দিলীপ তার অনুগত লোকজন নিয়ে পকেট কমিটি করে স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে নিজের সকল অপকর্মকে বৈধতা দিয়ে আসছেন। এত কিছুর পরেও প্রধান শিক্ষক দিলীপ ঘটক চলতি ভূমি জরিপে বাশাইল নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নামে একটুও জায়গা রেকর্ড না করে প্রতিষ্ঠানের ২ একর ৯ শতক ভূমি সেটেলমেন্ট অফিসের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তাদের সহায়তায় গোপনে প্রধান শিক্ষক ও বিএনপি নেতা দিলীপ ঘটক ও তার বড় ভাই ঢাকায় কর্মরত অ্যাডভোকেট সুধীর রঞ্জন ঘটকের নামে হাল ২০৬, ২১৬, ২১১৩ খতিয়ানসহ অন্যান্য খতিয়ানে রেকর্ড করিয়ে নেয়। উপজেলা সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা মো. সিরাজুল হক এ প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক দিলীপ ঘটক জায়গা রেকর্ড করে নেয়ার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বিশেষ একটি কারণের জন্য স্কুলের সম্পত্তি রক্ষায় আমার নিজের নামে রেকর্ড করিয়েছি। তবে ওই বিশেষ কারণ তিনি বলেননি।